রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ২৫, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ আগস্ট ২০০৬

নং **২৯-মপবি/ফৌনিস/৪-৩/২০০৪ (অংশ)**—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত, ইংরেজীতে প্রণীত দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

[মূল ইংরেজী আইন হইতে অনূদিত বাংলা পাঠ]

দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭

(১৯৪৭ সনের ২ নং আইন)

[১১ মার্চ, ১৯৪৭]

উৎকোচ ও দুর্নীতি অধিকতর কার্যকরভাবে প্রতিরোধের জন্য প্রণীত আইন

যেহেতু উৎকোচ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য অধিকতর কার্যকর বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও ব্যাপ্তি।**—(১) এই আইন দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে এবং অবস্থান নির্বিশেষে, বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

(৩) [বিলুপ্ত]।

২। **ব্যাখ্যা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "সরকারী কর্মচারী" অর্থ দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ২১ এ সংজ্ঞায়িত একজন সরকারী কর্মচারী এবং সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্যান্য সংস্থা অথবা সরকার কর্তৃক গঠিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা অথবা অন্যান্য কর্মচারী অথবা আইনের অধীন গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বা অন্যান্য সংস্থা অথবা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ট্রাস্টি, সদস্য, কর্মকর্তা অথবা অন্যান্য কর্মচারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

৩। **দণ্ডবিধির ধারা ১৬১ ও ১৬৫ এর অধীন অপরাধ আমলযোগ্য।**—ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহাতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪,১৬৫ বা ১৬৫ক এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ আমলযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে ঃ

[শর্তাংশ-বিলুপ্ত]।

৪। **সরকারী কর্মচারী কর্তৃক বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত বকশিশ গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমান।**—(১) দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৬১ এবং ১৬৫ এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচারকালে যেক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন প্রকার বকশিশ (বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত) বা কোন মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন বা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন অথবা প্রাপ্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে, ভিন্নরূপ কোন কিছু প্রমাণিত না হইলে, ইহা অনুমিত হইবে যে, তিনি উক্ত ধারা ১৬১তে বর্ণিত উদ্দেশ্যে বা, ক্ষেত্রমত, পুরস্কার হিসাবে , অথবা কোন প্রকার বিনিময় ব্যতীত বা, ক্ষেত্রমত, তাহার জ্ঞাতসারে অপর্যাপ্ত বিনিময়ের মাধ্যমে, উক্ত বকশিশ বা উক্ত মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন অথবা প্রাপ্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন ঃ

[শর্তাংশ-বিলুপ্ত]।

(২) দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৬৫ক এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচারকালে যেক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোন প্রকার বকশিশ (বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত) বা কোন মূল্যবান দ্রব্য প্রদান করা হইয়াছে বা প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে অথবা প্রদানের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন সেইক্ষেত্রে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, ইহা অনুমিত হইবে যে, তিনি দন্ডবিধির ধারা ১৬১তে বর্ণিত উদ্দেশ্যে বা, ক্ষেত্রমত, পুরস্কার হিসাবে অথবা কোন প্রকার বিনিময় ব্যতীত বা, ক্ষেত্রমত, তাহার জ্ঞাতসারে অপর্যাপ্ত বিনিময়ের মাধ্যমে, উক্ত বকশিশ বা উক্ত মূল্যবান দ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন, বা ক্ষেত্রমত, প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন অথবা প্রদানের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালত উল্লিখিত যে কোন উপ-ধারায় বর্ণিত অনুমান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে, যদি উহার বিবেচনায়, উপরি-উক্ত বকশিশ বা বস্তু এতই তুচ্ছ হয় যে, উহা হইতে দুর্নীতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

৫। **ফৌজদারি অসদাচরণ** ।—(১) একজন সরকারী কর্মচারী ফৌজদারী অসদাচরণের অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন—

(ক) যদি তিনি, দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৬১তে বর্ণিত উদ্দেশ্য বা পুরস্কার হিসাবে তাহার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য, কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন প্রকার বকশিশ (বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত) গ্রহণ করেন বা প্রাপ্ত হন অথবা গ্রহণ করিতে সম্মত হন বা প্রাপ্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হন, অথবা

(খ) যদি তিনি, তাহার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য, কোন ব্যক্তির নিকট হইতে, যে ব্যক্তি,তাহার জানামতে, তাহার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে বা পরিচালিত হইবে এইরূপ কোন কার্যধারা বা কর্মকান্ডের সহিত জড়িত আছেন বা হইবেন বা জড়িত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, অথবা যে ব্যক্তির সহিত তাহার নিজের বা তাহার উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারীর কোন দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত সম্পর্ক রহিয়াছে, অথবা তাহার জানামতে উল্লিখিত কর্মকান্ডে স্বার্থ রহিয়াছে বা সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে, কোন প্রকার বিনিময় ব্যতীত বা তাহার জ্ঞাতসারে অপর্যাপ্ত বিনিময়ের মাধ্যমে, কোন মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করেন বা প্রাপ্ত হন অথবা গ্রহণ করিতে সম্মত হন বা প্রাপ্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হন, অথবা

(গ) যদি তিনি, অসৎভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে অথবা অন্য কোনভাবে সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহাকে ন্যস্ত বা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন বা অন্য কোনভাবে তাহার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য রূপান্তর ঘটান অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে এইরূপ কার্য করিবার সুযোগ প্রদান করেন, অথবা

(ঘ) যদি তিনি, অসৎ বা অবৈধ পন্থায় বা অন্য কোনভাবে সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার পদমর্যাদার অপব্যবহার করিয়া তাহার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন মূল্যবান দ্রব্য বা আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হন বা প্রাপ্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হন, অথবা

(ঙ) যদি তিনি অথবা তাহার উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি, তাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ কোন আর্থিক সহায় বা সম্পদ অধিকারে রাখেন, যাহার যুক্তিসংগত হিসাব প্রদানে উক্ত সরকারী কর্মচারী ব্যর্থ হন।

ব্যাখ্যা।— এই দফায় সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে, "নির্ভরশীল" অর্থ তাহার সহিত বসবাসকারী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল স্ত্রী, সন্তানাদি, এবং সৎ-সন্তানাদি, বাবা-মা, ভগ্নি এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতা।

(২) কোন সরকারী কর্মচারী ফৌজদারী অসদাচরণ করিলে অথবা করিতে সচেষ্ট হইলে তিনি অনধিক সাত বৎসর কারাদন্ড, অথবা অর্থদন্ড, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং ফৌজদারি অসদাচরণের সহিত সম্পর্কিত আর্থিক সহায় বা সম্পদও রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের বিচারকালে যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারে থাকা জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ আর্থিক সহায় বা সম্পদের সন্তোষজনক হিসাব প্রদানে ব্যর্থ হইয়াছেন, এবং এইরূপ প্রমাণের ভিত্তিতে, ভিন্নরূপ কোন কিছু প্রমণিত না হইলে, আদালত অনুমান করিবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ফৌজদারি অসদাচরণের দায়ে দোষী এবং সেই কারণে তাহাকে প্রদত্ত দন্ড কেবল অনুরূপ অনুমান-নির্ভর হইবার কারণে বাতিল হইবে না।

(৪) এই ধারার বিধানাবলী, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের ব্যত্যয় না ঘটাইয়া, উহার অতিরিক্ত হইবে, এবং উহাতে বর্ণিত কোন কিছুই কোন সরকারী কর্মচারীকে, তাহার বিরুদ্ধে এমন কার্যধারা গ্রহণ করা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না, যাহা এই ধারা ছাড়াও তাহার বিরুদ্ধে সূচনা করা যাইত।

৫ক। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পুলিশের পরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্নের কোন কর্মকর্তা একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত এই আইনের ধারা ৩ এ বর্ণিত দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) এর যে কোন ধারার বা ধারা ৫ এর অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের তদন্তকার্য করিতে পারিবেন না অথবা সে কারণে গ্রেফতারি পরোয়ানা ব্যতীত কোন প্রকার গ্রেফতারকার্য করিতে পারিবেন না ।

৬। **[বিলুপ্ত]**।

৭। **অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত সাক্ষী হিসাবে গণ্যকরণ।**—দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) এর ধারা ১৬১ বা ১৬৫ অথবা এই আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উপযুক্ত সাক্ষী হইবেন এবং তাহার বা তাহার সঙ্গে অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই বিচারকার্যে আনীত অভিযোগ খন্ডনের নিমিত্ত শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে—

(ক) তিনি স্বতঃপ্রণোদিত না হইলে তাহাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা যাইবে না,

(খ) তাহার সাক্ষ্য প্রদানে ব্যর্থতা বাদীপক্ষ কর্তৃক কোন মন্তব্যের বিষয়বস্তু হইবে না বা তাহার বিরুদ্ধে অথবা তাহার সহিত একই বিচারকার্যে অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনরূপ অনুমানের সৃষ্টি করিবে না,

(গ) তিনি, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত, অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন বা অনুরূপ অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত হইয়াছেন, বা তিনি মন্দ চরিত্রের অধিকারী এইরূপ বিষয় প্রমাণ করিবার প্রবণতা-সম্পন্ন কোন প্রশ্ন তাহাকে করা যাইবে না এবং প্রশ্ন করা হইলেও তিনি উত্তর প্রদানে বাধ্য থাকিবেন না, যদি না—

(অ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অপরাধের অভিযোগ প্রমাণের জন্য, তিনি উক্ত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন বা অনুরূপ অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত হইয়াছেন এইরূপ প্রমাণ সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়, অথবা

(আ) তিনি স্বয়ং অথবা তাহার আইনজীবীর মাধ্যমে অভিযোগকারী-পক্ষের কোন সাক্ষীকে তাহার উত্তম চরিত্র প্রমাণের জন্য প্রশ্ন করেন, অথবা তাহার চরিত্র উত্তম মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেন, অথবা তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রকৃতি বা আচরণ এইরূপ হয় যাহা অভিযোগকারী বা অভিযোগকারী-পক্ষের কোন সাক্ষীর চরিত্রের উপর কটাক্ষ আরোপ করে, অথবা

(ই) একই অপরাধে অভিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষ্য দেন।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।